Martinean আবার বলেছেন—'Science deals simply with what happens and the way in which it happens, and only where it ends can ethics and theology begin.' যে স্পষ্টই সাক্ষ্য আমরা ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা থেকে পেয়ে থাকি, তা চিরদিনই বলে আসবে,—এমন কতকগুলো স্বাভাবিক অদম্য প্রবৃত্তি আছে যারা প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন একটা বিশাল অনির্দ্দিষ্ট রহস্যলোকের নির্দ্দেশ দেবে যেখান থেকে এই অপূর্ব্ব পৃথিবীর সৃষ্টি ও উদ্ভব। মনে হয় সেটা যেন কিছু একটা 'সীমার মাঝে অসীম'।

প্রত্যক্ষবাদীরা কখনই বিজ্ঞানসম্মত ছাড়া অন্য কোনও রকম জ্ঞানের প্রযোজ্যতাকে স্বীকার করে নিতে চাইবে না। কিন্তু যদি এ রকম কোনও অবস্থার উদ্ভব হ'তে না দেওয়া হয়, তাহ'লে দেখা যাবে বহুদর্শী বর্ণনার ও অত্যুত্তম অর্থোদ্ঘাটনের মধ্যে কোনও বৈরীভাব নেই যদিও তাদের মধ্যে বর্ণ ও অভিব্যক্তিগত বৈষম্য থাকতে পারে। তাই আবার Thomsonএর কথা মনে পড়ে যায়—'If Science and religion are 'true to their respective aims, there should not be any opposition between them.' সুতরাং বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম যদি তাহাদের সকল উদ্দেশ্য ও পন্থার পরস্পর সহানুভূতি সম্পন্ন হয়, তবেই জগতের সর্ব্ববিধায়ক মঙ্গল সম্ভব হয়ে উঠবে।

দুর্ল্লভ

শ্রীপঞ্চানন পাল
দ্বিতীয় বর্ষ—বিজ্ঞান বিভাগ।

তোমারে আমি জীবন ভরি
খুঁজিনু মনে মনে ;
কত না সুখে, কত না দুখে
কত মিলন ক্ষণে ;
নবীন নব শিশুর মুখে
হাসির রেখা সনে।

আজিকে মোর নয়ন দুটী
ভরিয়া উঠে জলে ;
শ্রীহীন মনে গোপনে যেথা
বেদনা শিখা জ্বলে ;
আসনি নেমে, তাইতো সেথা
মরিনু পলে পলে।

নিজেরি মাঝে ডুবিয়া রহি
মরি যে তিলে তিলে ;
জীবন ভার বাড়িয়া উঠে
তুমি ত নাহি নিলে ;
দীর্ণ মোর পর্ণ পুটে
অমৃত নাহি দিলে।

হে চির প্রিয়, চলেছি পথে,
সহজ হ'বে কবে ?
টানিয়া মোরে লবে,
মায়েরি মত চুমিয়া মুখ
ডাকবে স্নেহ রবে ;
গরবে মোর ভরিবে বুক
সহজ হ'বে যবে।

তোমারে সদা ভুলিয়া যাই
ঘূর্ণী স্রোত মাঝে ;
মরণে বসি হাসিছ তুমি
স্মরণ রবে না যে ;
জীবনে তুমি সহজে তুমি
রহিলে মনোমাঝে ॥